R. N No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোনন :—৪

৬৩শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
২রা মার্চ, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ভিত নড়ে গিয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর পা কাঁপছে—জ্যোতি বসু

বিশেষ প্রতিনিধি, রঘুনাথগঞ্জ, ১ মারচ—জনতা পারটি সমথিত সি পি আই (এম) মনোনীত প্রার্থী শশাঙ্কশেখর সান্যালের সমর্থনে আজ রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজি পারক ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দিতে এসে সি পি আই (এম) নেতা জ্যোতি বসু বলেন, এলাহাবাদের হাইকোরটে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিচার হয়েছিল যে আইনে, সেই আইন বদলে 'দুর্নীতি'কে 'নীতি'তে পরিণত করা হল। ফিরোজ গান্ধী আইন অনুসারে পারলামেনটের বিবরণ নিউয়ে কাগজে ছাপা চলত, তাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। সেনসর প্রথা চালু করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হল। জরুরী অবস্থা জারী করে বিগত ১৯ মাসে সমস্ত বিরোধী দলকে পিষে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। দেড় লাখ কর্মীকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল। দীর্ঘ ১৯ মাস পর সুযোগ এসেছে। এই ১৯ মাস সুযোগ ছিল কংগ্রেসের। এই এক মাসে যে সুযোগ পেয়েছি, ইন্দিরা জিতলে তাও থাকবে না। নির্বাচন ঘোষণার পর গত দু' তিন সপ্তাহে ধস নেমেছে কংগ্রেসে, হাওয়া উল্টে গিয়েছে। ভিত নড়ে গিয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর পা কাঁপছে।

জ্যোতি বসু আরো বলেন, আমাদের পক্ষে একা ভারতবর্ষের চেহারা পাল্টানো সম্ভব নয়। তাই আমরা গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মিলিত হয়েছি, সংগঠন গড়ে তুলেছি। এবারকার নির্বাচন একটি বিশেষ নির্বাচন—কারণ অর্থনীতি,

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কার এম এল এ জেরাত আলিসহ সি পি এমের সাতজন বহিষ্কৃত

বিশেষ প্রতিনিধি, ১ মারচ—পারটি বিরোধী ক্রিয়াকলাপ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, উপদলীয় চক্রান্ত গঠন প্রভৃতি অভিযোগে সি পি আই (এম) এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ফরাক্কার এম এল এ জেরাত আলিসহ সাতজন সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। আর ছ'জন হলেন প্রভাত রায় চৌধুরী, প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, পরিচয় দাশগুপ্ত, সুনীতি বিশ্বাস, আফজল হোসেন এবং শ্যাম সমাজদার। এঁদের নিয়ে মোট ১৮ জন কর্মী দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন।

আজ এক সাক্ষাৎকারে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পারটির জেলা সম্পাদক সত্যনারায়ণ চন্দ্র বলেন, এই সাতজনের সঙ্গে সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্য চলছিল অনেকদিন থেকে। পারটির নিয়ম অনুসারে এঁদেরকে শো কজ এবং একসপ্ল্যানেসন কল করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পোষ্টার নিয়ে মারপিট

আজিমগঞ্জ, ২৭ ফেব্রুয়ারী—গতকাল এখানে জনৈক কংগ্রেসীর বাড়ির দেওয়ালে কংগ্রেসের নির্বাচনী একটি পোষ্টার মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রকাশ, বাড়ির দেওয়ালে কংগ্রেসের একটি নির্বাচনী পোষ্টার মারলে গৃহস্বামীর ছেলে আপত্তি জানায় এবং পোষ্টারটি ছিঁড়ে ফেলে। জনৈক যুব কংগ্রেসী ছেলেটিকে সেজন্য মারধোর করে। ফলে গোলমাল বাধে। ছেলেটির পিতা একজন কংগ্রেসী। তিনি তাঁর ছেলের কাছে সেই যুব কংগ্রেসী ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত মিটমাট করবেন না বলে জানা গিয়েছে। জঙ্গিপুর লোকসভা

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবন বীমার ডি. ও সাসপেণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ ফেব্রুয়ারী—জীবন বীমা সংস্থার ডেভেলপমেন্ট অফিসার হরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। সংস্থার বহরমপুর শাখার সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হরেনবাবুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্টদের চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, লাইফ ইনসিওর করপোরেশন অব ইণ্ডিয়ার ডেভেলপমেন্ট অফিসার হরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে (কোড নং ১০৪/৪৩৬) ১৬-২-৭৭

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাংবাদিক সংঘের প্রস্তাব

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ ফেব্রুয়ারী—আজ রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলনে আটক সাংবাদিক বিমান হাজরার মুক্তি এবং সংবাদপত্রের ওপর থেকে সেনসরশীপ প্রত্যাহার ও সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব দুটি উত্থাপন করেন সত্যনারায়ণ ভকত, বিতর্কের পর সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব, সাংবাদিক সংঘের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাবসহ গুরুত্বপূর্ণ আরো কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের আহ্বায়ক/সভাপতির ভাষণ পাঠ করেন অনুত্তম পণ্ডিত, বার্ষিক বিবরণী পেশ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

ফাগুনের আগুন

গত সপ্তাহে এতদঞ্চলে অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হইয়াছে, হয়ত কোথাও একটু বেশী, কোথাও কম। বলিতে পারা যায় সর্বত্র চাষযোগ্য বৃষ্টি হয় নাই। হইলে আশার কথা ছিল। তাহা হইলে ধানচাষের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে জমিতে লাঙল দেওয়া যাইত। এই সময় প্রাথমিক চাষ জমি তথা ফসলের পক্ষে খুবই কার্যকরী। কথায় আছে—'খরার চাষে আধেক সার'। চাষের ফলে আলগা মাটি আলো-বাতাসের সংস্পর্শে আসে এবং উর্বরতা লাভ করে। এই বৃষ্টি একটু চাপিয়া হইলে সে চাষ দেওয়া চলিত।

পক্ষান্তরে এই স্বল্পবৃষ্টি আর এক দিক দিয়া যথেষ্ট ক্ষতিও করিয়াছে। ফাল্গুন মাসের মধ্যে সব আমগাছেই বোল ধরে। ফুটন্ত ফুলে বৃষ্টি পড়িলে পরাগ ধুইয়া যায়, আম ধরিতে পারে না। তাই মুকুল শুকাইয়া ঝরিয়া যায়। ফাল্গুনের বৃষ্টি তাই আমের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। অবশ্য যে গাছে গুটি হইয়াছে, তাহার উপকার হয়। রঘুনাথগঞ্জ, সুতী, সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা থানা এলাকায় আম একটি ভাল ফসল। মুকুলও ভাল আসিয়াছিল। কিন্তু এই বৃষ্টি অধিকাংশ বোলকে ঝরার অভিশাপ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয়। সজিনা ডাঁটা অঘ্য-ফাল্গুন ও সারা চৈত্রের একটি ভাল ফসল। এই বৃষ্টিতে রাশি রাশি সজিনা ফুল ঝরিয়া গিয়াছে। সুতরাং সজিনার ফলনও ভাল হইবে না। তাহা ছাড়া আগাম লাগান ছোলা-মসুরে এখন ফল ধরিয়াছে; তাহাতেও পোকা লাগিবে।

উপরিলিখিত ক্ষতিগুলি সহ্য করিবার অবকাশ থাকিত যদি জমিতে চাষ চলিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। আমের পক্ষে "ফাগুনের জল আগুন"। আমের ফুটন্ত বোল বিনষ্ট হয় বলিয়াই এই সময়ের বৃষ্টিতে আরোপিত হইয়াছে অগ্নির দাহিকা শক্তি। অবশ্য আম হইলেই বা আমাদের সান্ত্বনা কোথায়? আম ফলুক বা না ফলুক—কী আসে যায়? বিগত বেশ কয়েক বৎসর হইতে সামান্য আভিজাত্যবহনকারী আমেও কারবাইড প্রয়োগে অকাল পক্কতা আনিয়া তাহা দিকে দিকে রপ্তানী করা হয়। গাছে থাকিয়া পক্কতা অর্জনের অধিকার পর্যন্ত তাহাদের চলিয়া গিয়াছে যন্ত্রযুগে উন্নত পরিবহণের কল্যাণে। স্বল্প সময়ের মধ্যে বাগান-ডাককারীরা সুযোগ পায় হিসাব নিকাশের, অন্যধারে হা-হুতাশ সার হয় তত্রত্য আম্র ভোক্তাদের।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

স্কুল সংস্কার প্রসঙ্গে

গত আগষ্ট ও জানুয়ারী মাসে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় জিনদীঘি জুনিয়র বেসিক স্কুল সংস্কার সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে, এই স্কুলের একটি গৃহ মেরামতির জন্য জেলা স্কুল বোরড ২৯০০ টাকার প্ল্যান ও এষ্টিমেট অনুমোদন করে কাজটি করার জন্য ৯০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং কাজ আরম্ভ করার জন্য মঞ্জুরির অর্ধেক ৪৫০ টাকা অগ্রিম হিসেবে স্কুলকে দিয়েছেন। ওই টাকা জেলা স্কুল বোরডের জ্ঞাতসারে এবং স্কুলের স্থানীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার নিকট গচ্ছিত আছে। স্কুলের গৃহ মেরামতের জন্য নিজস্ব কোন তহবিল নাই বা জনসাধারণের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনরূপ চাঁদা পাওয়া যাচ্ছে না।—নীরেন্দ্রনাথ দাশ, প্রধান শিক্ষক, জিনদীঘি জুঃ বেঃ স্কুল, মুর্শিদাবাদ।

নব-নির্মিত গৃহে শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগার

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ ফেব্রুয়ারী—গত সোমবার সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগার, দেশবন্ধু যতীন দাস পাঠাগার কক্ষ হতে, নব-নির্মিত নিজগৃহে স্থানান্তরিত হয়। এই দিনটি ছিল শ্রীমায়ের আবির্ভাব দিবস। পূজা প্রার্থনা পাঠ প্রসাদ বিতরণের মধ্যে পাঠাগারের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বহু সুধী ও অনুরাগী ভক্তজন উপস্থিত ছিলেন।

বন্দেমাতরমের শতবর্ষ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮ ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্দেমাতরম্ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে মহকুমা শাসককে সভাপতি করে। গত বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর পুরভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির এক সভায় একটি কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

কুম্ভে গিয়েছিলাম

বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাঁবুতে ফিরে এলাম। রাত্রি প্রভাতে মৌনী অমাবস্যা। সর্বাপেক্ষা বড় যোগ। সরকার অনুমান কচ্ছেন ঐ দিন এক কোটী লোক সঙ্গমে স্নান করবেন। এঁদের মধ্যে সাধুর সংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। সাধু হিরন্ময়ানন্দ সংবাদ দিয়েছেন ঐ যোগে স্নান করতে হ'লে আজ রাত্রি একটায় স্নান করতে হবে। এরপর ভীড়ে করা যাবেনা। আমাবস্যাও লাগছে রাত্রি ১২টার পরে। কিন্তু আমরা পারলাম না। রাত্রি নটায় কার্তিক মহারাজ এসে জানালেন যদি স্নানার্থী সাধুদের শোভাযাত্রা দেখতে হয় তবে ভোর চারটেয় প্রধান সড়কের ধারে তাদের শিবিরের কাছে দাঁড়াতে হবে। কারণ সাধুদের স্নান ভোর পাঁচটা থেকে বেলা বারটা পর্য্যন্ত চলবে। তারপর গৃহস্থদের স্নান। সকাল সকাল শুয়ে পড়া গেল। উঠলাম শেষ রাত্রে মঙ্গলারতির শব্দে। বাইরে বেরিয়ে দেখি সারা আকাশে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। সাজছে পুঞ্জ পুঞ্জ কাগজ কালো মেঘ। উত্তুরে বাতাস বইছে সোঁ সোঁ ক'রে। নামবে বৃষ্টি। তবুও বেরিয়ে গেলাম। কালি সড়কের ধারে যেখানে পথের দুপাশে শক্ত ক'রে কাঠের বেড়া দেওয়া আছে সেখানে দাঁড়ালাম। আমাদের পূর্বে সেখানে বহু লোক দাঁড়িয়েছিল। সহসা বাতাস কমে গেল। সুরু হলো বৃষ্টি। সেই সীমাহীন অন্ধকারে তখন সমগ্র কুম্ভনগরের হাজার হাজার আলো আর সাধুদের যাত্রাপথটির অতি উজ্জ্বল আর তীব্র আলো যেন কাঁপছিল। পুলিশ খুবই সতর্ক। মাঝে মাঝে ঘোড়সওয়ার পুলিশ এসে শোভাযাত্রাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত কচ্ছিল। পুষ্পস্তবকে সজ্জিত রথে রূপার বা কাঠের সিংহাসনে বসে এক একটি সম্প্রদায়ের মহামণ্ডলেশ্বর বা মহামণ্ডলেশ্বরী চলেছেন। দুজন কিঙ্কর তাঁকে চামর দুলাচ্ছেন। তাঁর মাথায় জরির কাজ করা ভেলভেটের ছাতা। সঙ্গে আছে বাদ্যভাণ্ড। আর কীর্তন। রথের গতি অতি মন্থর। রথ মানুষেই নিয়ে যাচ্ছে। রথের পিছনে ঐ সম্প্রদায়ের সাধুরা নাম গান করতে করতে নগ্নপদে চলেছেন। মা আনন্দময়ী ও অন্যান্য মণ্ডলেশ্বরেরা গেলেন। এঁদের পরে শতশত নাগা সাধুদের মিছিল। এঁরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ভস্মাচ্ছাদিত এঁদের দেহ। মাথার জটা চূড়ার মত বাঁধা। হাতে শিঙা। মুখে হরহর ব্যোম ধ্বনি। এঁদের পরে দশনামী, নানকশাহী, রামানুজ, নিম্বার্ক ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়। একের পর এক। শেষ হয় না। দুর্য্যোগকে উপেক্ষা ক'রে এঁরা চলেছেন। দুপাশের জনতা সাধু সমাজকে অভিবাদন কচ্ছে ও জয়ধ্বনি দিচ্ছে। বৃষ্টি আরও বেড়েছে। সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু দিনের আলো ফোটেনি। আমাদের সর্বাঙ্গ ভিজেছে। আর দাঁড়ান যাচ্ছে না। দূরে পালকী দেখা যাচ্ছে তাতে সাধুরা আসছেন। এর পরে হাতীর পিঠে বিদেহী মহাপুরুষদের মূর্তি সাজিয়ে আনা হচ্ছে এ কথা শুনলাম। এত সাধু। এত মানুষ কিন্তু সর্বত্র আশ্চার্য্য সংযম পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যে একটু আশ্রয়ের প্রয়োজন। দাঁড়ান যাচ্ছে না। একটু ক'রে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সব ছাউনিতেই লোক। আর সেখানেও সামিয়ানা দিয়ে জল ঝরছে। লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। আমাদের সঙ্গীরা কে কোথায় ছিটকে পড়ছে। পথেও লোক। পুলিশ জনতাকে সোজা পথে যেতে দিচ্ছে না। পথ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। শেষে তাঁবুতে ফেরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোথায় তাঁবু? সঙ্গমের লক্ষ লক্ষ তাঁবুর মধ্যে আমাদের তাঁবু হারিয়ে গেছে। পথও চিনছি না। পুলিশ জনতাকে যে পথে চালাচ্ছে সেই পথেই চলছি। আমাদের কাপড় জামা ও দেহ আরও ভিজেছে। বেলাও বেড়েছে। শেষে আমাদের তাঁবু পেলাম। দেখি আমাদের সাথীরা ফিরে এসেছেন। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম। মেঘ পরিষ্কার হল না। তবে বৃষ্টি কমল। আমরা স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরুলাম। পুলিশ সোজা পথে যেতে দিল না। পাঁচ নম্বর ভাসমান সেতু পার হয়ে ওপারে যেতে নির্দেশ দিলে। কিন্তু পূবে-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে মানুষের উত্তাল তরঙ্গ স্রোত ভীমবেগে ছুটে আসছে। এগুতে পারলাম না। এক স্থানেই ঘুরপাক খেতে লাগলাম।

(চলবে)

ভিত নড়ে গিয়েছে পা কাঁপছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা মিলিত হতে পেরেছি। আমরা মন্ত্রিত্বের জন্য লালায়িত নই। আজ আমরা একা নই—এটা মস্ত বড় ঘটনা। তিনি বলেন, ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন জনতা পারটি একটি খিচুড়ি দল। খিচুড়ি একবার মিলে গেলে চাল-ডালের আর অস্তিত্ব থাকে না, সব এক হয়ে যায়। কাজেই খিচুড়ি পারটি হয়ে ভালোই হয়েছে। জ্যোতি-বাবু বলেন, গরীবী হঠাও এর 'ধাপ্পা-বাজ' লোকের কাছে ধরা পড়ার পর ইন্দিরা গান্ধী নিজের জন্য ২০ দফা এবং ছেলেকে নেতা করার উদ্দেশ্যে তার জন্য ৫ দফা কর্মসূচী চালু করেছেন। তিনি (প্রধানমন্ত্রী) সব জায়গায় বলে বেড়াচ্ছেন 'হাম কুছ কিয়া'। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কি কি করেছেন তখন তিনি চুপ করে যাচ্ছেন। প্রবল হাস্যরোল ও হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে জ্যোতিবাবু বলেন, 'আপনারা প্রধানমন্ত্রীকে বলুন—আপ কুছ নেহী কিয়া, আপ ঝুট বোলতে হ্যায়।'

জনসভায় মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক সত্যনারায়ণ চন্দ্র বলেন, বিনা বিচারে আটক বন্দীরা গত ১৯ তারিখে জেলে অনশন করেন। লোকসভা প্রার্থী শশাঙ্কশেখর সান্যালও জনসভায় ভাষণ দেন। জ্যোতিবাবু এখানে ভাষণ দিতে আসার আগে সাগরদীঘিতে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন এবং আজই সন্ধ্যায় বহরমপুরে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য রওনা হন।

মুখ্যমন্ত্রী আসছেন ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী হাজী লুৎফল হকের সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য আগামী ৫ ফেব্রুয়ারী এখানে আসছেন। তিনি জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত সেই জনসভায় ভাষণ দেবেন বলে জানা গেল।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন- ২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

পোষ্টার নিয়ে মারপিট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের ফলে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জসহ নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ শহরে নির্বাচনী আসর বেশ জমে উঠেছে। এখানে কংগ্রেসের পোষ্টার খুব বেশী চোখে পড়ছে। সেই অনুপাতে শশাঙ্ক-শেখর সান্যালের অনুকূলে সি পি এমের পোষ্টার খুব কম। জিয়াগঞ্জ থানার গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস-বিরোধী প্রচার জোরদার হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সরষের তেলের দাম বাড়ার প্রতিবাদে 'তেলের দাম বেড়েছে, কংগ্রেসকে ভোট দেব না' ধ্বনিতে বিক্ষোভ মিছিল শহরের পথ পরিক্রমা করছে।

সাংবাদিক সংঘের প্রস্তাব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন সংঘের সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য। বিকেলে সংঘের সভাপতি কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল এবং অবনীভূষণ বসু দাস। আজকের সম্মেলনে আরো দু'জন প্রবীণ সাংবাদিককে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এঁরা গঙ্গাধর সিংহ রায় ও বরুণ রায়।

কৃষক মেলা

গত ২২ ফেব্রুয়ারী সুতী ২নং ব্লকের বীজ উৎপাদন খামারে ভারতীয় সার করপোরেশনের সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি কৃষক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় ২০০ প্রগতিশীল কৃষক সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। —প্রাপ্ত

বিজ্ঞাপ্ত

কাঞ্চনতলা জে, ডি, জে, ইনষ্ট্রিটিউসন পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ এর জন্য একজন এম, এম (স্কুল ফাইনাল অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী পাস অগ্রগণ্য। আরবীসহ বি, এ পাস শিক্ষক চাই। ৮।৩।৭৭ মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

Wanted one part-time duly qualified Arabic teacher and one parttime duly qualified Sanskrit teacher for the Giria-Mithipur (proposed) High School, P. O. Giria, Dt. Murshidabad. Apply to the Secretary within 10 (ten) days.

ম্যারাথন দৌড়ে সমর দাস প্রথম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর থেকে জিয়াগঞ্জ পর্যন্ত ৪২·১৯৫ কিঃ মিঃ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় কলকাতা ঐক্য সমিতির সমর দাস প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। দূরত্ব অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছে ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। আজ সকাল ৫-৫৫ মিনিটে জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসার ময়দান থেকে মফঃস্বল বাঙলার দীর্ঘতম এই দৌড় প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। শেষ হয় জিয়াগঞ্জ খ্রীষ্টীয় সেবাসদনে। মাইলের হিসেবে এর দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ ইয়ারডস্। জঙ্গিপুরে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ডেপুটি কমানডানট্ বি রাও। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ৪র্থ স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে আড়িয়াদহ স্পোরটিং ক্লাবের কেষ্ট বিশ্বাস (২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৩১ সেকেণ্ড), মুর্শিদাবাদ যুব সমিতির মহঃ ফকরুল আলম (৩ঘঃ ৪মিঃ ২২½ সেঃ) এবং মুর্শিদাবাদ যুব সমিতির হেমন্ত ঘোষ (৩ঘঃ ১৬ মিঃ ২০ সেঃ)। তালিকাভুক্ত ২৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১৮ জন প্রতিযোগী দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ১৪ জন দৌড় সম্পূর্ণ করেন, ৪ জন মাঝপথে উঠে পড়েন। ২ জন প্রতিযোগী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ভারতী বেড়ার পায়ে বেড়ি

রঘুনাথগঞ্জ, ২ মার্চ—মেদিনীপুর জেলার কণ্টাই মহকুমার কুমারপাড়া গ্রামের ভারতী বেড়া আজ রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে গোপালনগরের অশোক ঘোষের সঙ্গে 'সংসার জীবনে ভাসাইল তরী'। তাদের এই বিয়ের আয়োজন করেন জঙ্গিপুর আদালতের এ্যাড-ভোকেট কুমুদরঞ্জন দাস, সহযোগিতা করেন বার এ্যাসোসিয়েশন। মেদিনী-পুর থেকে ডিসেম্বর মাসে সন্তোষ ওরফে সফিকুল ভারতীকে বিয়ে করে নিয়ে আসে এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার মহম্মদপুরে একজনের বাড়ীতে তাকে রেখে পালায়। পুলিশ ভারতীকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর আদালতে চালান দেয়। সেই থেকে সে সাবডিভিসনাল জুডি-সিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের হেফাজতে ছিল। আজ সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে অশোক ঘোষের সঙ্গে তার পায়ে সংসারের বেড়ি পড়ল নতুন করে।

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality
&
Service
PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
—: Special Stockist :—
S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad.
Phone No. 4

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জেরাত আলিসহ সি পি এম এর সাতজন বহিষ্কৃত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দু' একজনের ক্ষেত্রে চারজ্ শীট দেওয়া হয়েছিল। সেই চারজ্ শীটের যে জবাব এসেছিল, জেলা কমিটি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এর পরে বহিষ্কার ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। তাঁদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল শুধরে নেবার কিন্তু তাঁরা তা না করে পদত্যাগ করেন এবং পরস্পরবিরোধী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন।

নির্বাচনের মুখে তাঁদের এই পদ-ত্যাগের ফলে বা বহিষ্কারের জন্য নির্বাচনে কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে কি না—আমার এই প্রশ্নের জবাবে চন্দ্র বলেন, নির্বাচনের পর তাঁরা পদত্যাগ করলেও করতে পারতেন কিন্তু ২০ দিন আগে পদত্যাগ করায় তাঁরা জনগণের কাছে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণের সম্মুখীন হতে শুরু করেছেন। সুতরাং বিরূপ প্রভাব পড়লেও পারটির পক্ষে সেই প্রভাব কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব হবে না।

প্রশ্ন : জেরাত আলি কি এম পি প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন ?

উত্তর : না।

প্রসঙ্গতঃ চন্দ্র জানান, কংগ্রেস বলছেন জনতা পার্টির সঙ্গে জনসঙ্ঘের মত সাম্প্রদায়িক দলসহ অনেক দল আছে। তার সঙ্গে সি পি আই (এম) মিলিত হওয়ায় জেরাত আলি পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু তাই যদি হয় তবে বহিষ্কারের পরও জেরাত আলি মিছিল বের করছেন এবং জনতা পার্টি সমর্থিত জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সি পি আই (এম) প্রার্থী শশাঙ্ক-শেখর সান্যালকে ভোট দিতে বলছেন কেন ? একা জেরাত আলি নয়, আরো তো অনেককে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাঁদের কথা না বলে কংগ্রেস শুধু জেরাত আলির কথা বলছেন কেন ?

জঙ্গিপুর সংবাদ

(সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র)

১৯৫৬ সালের সংবাদ-পত্র রেজি-ষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ :—

৪নং ফরম ১। যে স্থান হইতে প্র কা শি ত হয়—"জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়, পণ্ডিত-প্রেস, চা উ ল প টী পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ) ২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—সা প্তা হি ক ৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম —অনুত্তম পণ্ডিত, জাতি—ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান—চা উ ল প টী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ) ৬। এই সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—স্বত্বাধিকারী—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত ও শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত, পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)।

আমি অনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা ক রি তে ছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ—অনুত্তম পণ্ডিত, প্রকাশক
রঘুনাথগঞ্জ, ২রা মার্চ ১৯৭৭

জীবন বীমার ডি ও সাসপেণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তারিখ থেকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। কাজেই পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি ডেভেলপমেণ্ট অফিসাররূপে কাজ করার যোগ্য নন। যখন যেখানে প্রয়োজন সমস্ত কাজের জন্য ওই চিঠিতে এজেণ্টদের সরাসরি বহরমপুর ব্রাঞ্চ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। চিঠিগুলি গত পরশু সংশ্লিষ্ট এ জে ণ্ট দে র হাতে এসে পৌঁচেছে।

ষ্টেট ব্যাঙ্কের জ ঙ্গি পু র শাখার রসিদ জাল করে জীবন বীমার হাজার হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগের ভিত্তিতে গত বছর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশের পর সি আই বি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেন। হরেনবাবুকে ১৬ ফেব্রুয়ারী সাসপেণ্ড করার সময় পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় তদন্ত চলে। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষও সংবাদ প্রকাশের পর গোড়ার দিকে একবার তদন্ত করেন। আরো তদন্ত চলছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। হরেনবাবু আগে ছিলেন সংস্থার রঘুনাথগঞ্জ থানার ডেভেলপমেণ্ট অ ফি সা র। সাসপেণ্ড হওয়ার মাস তিনেক আগে তাঁকে সমগ্র জঙ্গিপুর ম হ কু মা র ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- ★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস
ফুলতলা
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।